ইউনিট–২

প্রভু যীশুর প্রকাশ্য জীবন

ভূমিকা

যীশু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তাঁর মধ্য দিয়ে মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। ঈশ্বর যুগ যুগ ধরে প্রবক্তাদের বাণী ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে মুক্তিদাতার আগমনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহন ছিলেন অন্যতম প্রধান। তাকে বলা হয় যীশুর অগ্রদূত। তিনি মানুষের কাছে অনুতাপ ও মনপরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ত্রাণকর্তার আগমনের সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন।

প্রকাশ্য কর্মজীবন শুরু করার আগে যীশু নিজেও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনিই যে ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দীক্ষাস্নান ও শয়তানের প্রলোভনে জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে। তাঁর দীক্ষাস্নান ছিল পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষেক। আর এই আত্মার শক্তিতেই যীশু শয়তানের প্রলোভনকে জয় করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের মুক্তির জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করবেন।

যীশু মানুষের মাঝে, মানুষ হয়ে এসেছিলেন পাপময় পৃথিবীর ঐতিহাসিক বাস্তবতায় মানুষকে সবরকম বাধা-বন্ধন ও পাপের দাসত্ব হতে মুক্ত করার জন্য। তিনি যে মুক্তিকাজের সূচনা করেছেন যুগ যুগ ধরে তা যেন অবিরাম চলতে থাকে তার জন্য তিনি শিষ্যদেরকে আহ্বান করেছিলেন এবং আজও করেন। বিগত দু'হাজার বছর যাবৎ সেই মুক্তির প্রক্রিয়া চলছে মন্ডলীর মধ্য দিয়ে।

এই ইউনিটের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হলো: দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচার, যোহনের হাতে প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান, মরুপ্রান্তরে প্রভু যীশুর ধর্মনিষ্ঠার পরীক্ষা, প্রকাশ্য কর্মজীবনের শুরুতে গালিলেয়াতে যীশুর বাণীপ্রচারের সূচনা, বারোজন শিষ্যের আহ্বান ও প্রেরিতপদে নিয়োগ এবং বাহাত্তরজন বাণীপ্রচারকের কাছে যীশুর বিভিন্ন নির্দেশ।

পাঠ–১ : দীক্ষাগুরু (বাপ্তিস্মদাতা) যোহনের প্রচার

(মথি ৩:১-১২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মানুষের কাছে দীক্ষাগুরু (বাপ্তিস্মদাতা) যোহনের অনুতাপ ও মনপরিবর্তনের আহ্বান সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- দীক্ষাগুরু যোহনের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- দীক্ষাগুরু যোহনের বাপ্তিস্মদান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

২.১.১

বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিহুদিয়ার মরুএলাকায় এসে এই বলে প্রচার করতে লাগলেন, "পাপ থেকে মন ফিরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"

এই যোহনের বিষয়েই নবী যিশাইয় বলেছিলেন,

"মরু এলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে,
তোমরা প্রভুর পথ ঠিক কর;
তাঁর রাস্তা সোজা কর।"

২.১.২

যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কোমর-বাঁধনি ছিল। তিনি ফড়িং ও বনমধু খেতেন। জেরুজালেম, সমস্ত যিহুদিয়া এবং যর্দন নদীর চারপাশের লোকেরা সেই সময় তাঁর কাছে আসতে লাগল। এই লোকেরা যখন নিজেদের পাপ স্বীকার করল তখন যোহন যর্দন নদীতে তাদের বাপ্তিস্ম দিলেন।

২.১.৩

পরে যোহন দেখলেন অনেক ফরিশী ও সদ্দূকী বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য তাঁর কাছে আসছেন। তিনি তাঁদের বললেন, "সাপের বংশধরেরা! ঈশ্বরের যে শাস্তি নেমে আসছে তা থেকে পালিয়ে যাবার এই বুদ্ধি তোমাদের কে দিল? বেশ, তোমরা যে পাপ থেকে মন ফিরিয়েছ তার উপযুক্ত ফল তোমাদের জীবনে দেখাও।তোমরা আব্রাহামের বংশের লোক, এটা নিজেদের মনে বলতে পারবার কথা চিন্তাও কোরো না।আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলো থেকে আব্রাহামের বংশধর তৈরি করতে পারেন।গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে। যে গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী। আমি তাঁর জুতা বইবারও যোগ্য নই। তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। কুলা তাঁর হাতেই আছে এবং তাঁর ফসল মাড়াবার জায়গা তিনি ভাল করেই পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর ফসল গোলাতে জমা করবেন, কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

সার-সংক্ষেপ

দীক্ষাগুরু যোহনের জন্ম হয় যীশুর জন্মের কয়েক মাস পূর্বে। যোহন যীশুর জন্মের সংবাদ পথে-প্রান্তরে প্রচার করেছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় যীশুর জন্মের বার্তাবাহক বা যীশুর অগ্রদূত। তিনি মুক্তিদাতা প্রভু যীশুকে যোগ্যরূপে গ্রহণ করার জন্য সকল মানুষকে পাপ থেকে মন ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। যারা পাপ থেকে মন ফিরিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছিল, যোহন এমন হাজার হাজার লোককে যর্দন নদীতে স্নান করিয়ে বাপ্তিস্ম দেন। সেই সময় অনেক গোঁড়া ও অবিশ্বাসী ফরিশী এবং সদ্দূকী, শাস্ত্রী ও সমাজপতিরাও মন পরিবর্তন করে দীক্ষাস্নাত হয়েছিল। যোহন যীশুর বিষয়ে এ-ও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, যীশু তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিমান ও মহান। তিনি যীশুর পায়ের জুতো বইবারও যোগ্য নন। যীশু এসে বিশ্বাসীদের নতুনভাবে পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। যারা যীশুর কথা ও শিক্ষা বিশ্বাস ক'রে সৎ, পবিত্র ও ন্যায়সম্মত জীবন-যাপন করবে তারা পরিত্রাণ পাবে।আর যারা মনপরিবর্তন করতে অস্বীকার করবে তারা পাবে অনন্ত শাস্তি। সেখানে তারা তুষের আগুনের মতোই চিরকাল জ্বলতে থাকবে, পাবে অবর্ণনীয় কষ্ট।

মনে রাখুন

মানুষকে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে মন ফিরিয়ে সৎ ও পবিত্র পথে জীবন-যাপন করতে হবে। তবেই সে পাবে অনন্ত পুরস্কার। আর পাপ-পঙ্কিল ও অসৎ পথে জীবন-যাপনের শাস্তি হবে নরক-যন্ত্রণা। সেখানে পাপী ও অন্যায়কারীরা অনন্তকাল পুড়েই মরবে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

দীক্ষাস্নান : খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রথম সংস্কার বা সাক্রামেন্ত। ইহা দ্বারা আদি পাপের ক্ষমা হয় এবং প্রার্থী খ্রিষ্ট-বিশ্বাসীদের সমাজভুক্ত হয়। কাথলিকদের মধ্যে সাধারণত শিশুকেও জন্মের কয়েকদিন পরই এই সংস্কার প্রদান করা হয়, যেন শৈশবকাল হতেই সে খ্রীষ্টবিশ্বাসে বেড়ে উঠতে পারে।

পবিত্র আত্মা : খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমতে ঈশ্বর হচ্ছেন তিন ব্যক্তি: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই তিন ব্যক্তি মিলে এক ও অভিন্ন ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। ইহা একটি নিগূঢ় বিষয়। কোন যুক্তিবুদ্ধি নয়, কিন্তু একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই ইহা স্বীকার ও গ্রহণ করতে হয়। কেননা ঈশ্বর হচ্ছেন মানুষের যুক্তিবুদ্ধির অতীত। তাই তাঁকে শুধু ভক্তি-ভালবাসা দিয়েই আস্বাদন বা উপলব্ধি করা যায়। অগ্নি-জিহ্বা, বাতাস বা কবুতরকে পবিত্র আত্মার প্রতীকরূপে ধরা হয়।

ফসল ও গোলা : এই শব্দ দু'টি রূপক ও প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফসল বলতে সৎ ও পবিত্র মানুষ, আর গোলা বলতে স্বর্গ বা বেহেস্ত বুঝায়।

তুষ: একটি রূপক শব্দ। এখানে তুষের দ্বারা অসৎ ও পাপী মানুষদের বুঝানো হয়েছে।

আগুন: নরক বা দোজখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দীক্ষাগুরু যোহন কিসের কাপড় পরতেন?
ক) ভেড়ার লোমের
খ) উটের লোমের
গ) ছাগলের লোমের
ঘ) গরুর চামড়ার

২। দীক্ষাগুরু যোহন কী সংবাদ প্রচার করেছিলেন?
ক) যীশুর আগমনের বার্তা
খ) মোশীর জন্মের সংবাদ
গ) হেরোদ রাজার যুদ্ধজয়ের সংবাদ
ঘ) তিন পন্ডিতের আগমনের বার্তা

৩। যোহন লোকদের কী করতে বলেছিলেন?
ক) ক্ষেতের ফসল কাটতে
খ) পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে
গ) অন্যায় ও পাপ থেকে মন ফিরাতে
ঘ) যর্দন নদীতে স্নান করতে

৪। দীক্ষাগুরু যোহন কী খেয়ে জীবন-যাপন করতেন?
ক) রুটি ও মাংস
খ) পোলাও ও বিরানী
গ) সাদা ভাত ও শাক-সব্জী
ঘ) বনের ফড়িং ও বনমধু

৫। যারা মন পরিবর্তন ক'রে যোহনের কাছে এসেছিলেন তাদেরকে তিনি কী দিয়ে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন?
ক) জলে
খ) জল ও পবিত্র আত্মায়
গ) জল ও আগুনে
ঘ) পবিত্র আত্মা ও আগুনে

পাঠ–২ : প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম

(মথি ৩:১৩-১৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যোহনের নম্রতা এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

২.২.১

পরে যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য গালীল (গালিলেয়া) থেকে যর্দন নদীর ধারে যোহনের কাছে আসলেন। যোহন কিন্তু তাঁকে এই কথা বলে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা দরকার; আর আপনি কিনা আসছেন আমার কাছে!"

২.২.২

তখন যীশু তাঁকে বললেন,"কিন্তু এবার এই রকমই হোক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তখন যোহন রাজী হলেন।

২.২.৩

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার পর যীশু জল থেকে উঠে আসবার সংগে সংগেই আকাশ খুলে গেল। তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কবুতরের মতো হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। তখন স্বর্গ থেকে বলা হলো, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

সার-সংক্ষেপ

যীশু নিজে গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে এলেন। যোহনের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও যীশুর ইচ্ছামতো যোহন যীশুকে যর্দন নদীতে স্নান করিয়ে পুরাতন রীতি অনুসারে বাপ্তিস্ম দিলেন। যীশু জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার সময় পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যীশুর উপর অধিষ্ঠান করলেন। আর জল থেকে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের বাণী শোনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র; ইহার উপর আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তোমরা ইহার কথা শোন।" বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করবার পর যীশু তাঁর প্রকাশ্য কর্মজীবন শুরু করেন।তিনিই পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত, তিনিই প্রতিশ্রুত মশীহ। জল ও পবিত্র আত্মায় দীক্ষা নিয়েই আমরা নবজন্ম লাভ করে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি।

মনে রাখুন

ঈশ্বর মানুষকে এতই ভালবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রিষ্টকে মানুষের মুক্তির জন্য এই পৃথিবীতে পাঠালেন। স্বর্গ হতে তাই এই বাণী ধ্বনিত হলো: "ইনিই আমার প্রিয়পুত্র, ইহার উপর আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন কার কাছে?
   ক) সাধু পিতরের কাছে
   খ) ভাববাদী যিশাইয়ের কাছে
   গ) দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে
   ঘ) সখরিয়ের কাছে

২। যীশু কোথায় দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন?
   ক) গালীল হ্রদে খ) যর্দন নদীতে গ) ভূমধ্যসাগরের জলে ঘ) জেরুজালেম মন্দিরে

৩। যোহনের কাছে যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চাইলে যোহন প্রথমে কী বলেছিলেন?
   ক) হ্যাঁ, আমি তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।
   খ) আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা উচিত।
   গ) এ তো আনন্দের সংবাদ যে দেরীতে হলেও আপনি আমার কাছে এসেছেন।
   ঘ) এ আমার গর্বের বিষয় যে আমি আপনাকে দীক্ষাস্নাত করতে পারছি।

৪। যর্দন নদীতে দীক্ষাস্নাত হবার সময় যীশুর উপর কে নেমে এসেছিলেন?
   ক) ঈশ্বরের আত্মা
   খ) স্বর্গ থেকে গাব্রিয়েল দূত
   গ) ঝরঝরে বৃষ্টি
   ঘ) শিশিরবিন্দু ও তুষার

৫। দীক্ষাস্নানের পরে স্বর্গ থেকে ঘোষিত বাণী অনুসারে যীশু হলেন :
   ক) একজন প্রবক্তা
   খ) ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র

গ) পরিত্রাণের অগ্রদূত ঘ) ইহুদী জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা

পাঠ–৩ : প্রভু যীশুর পরীক্ষা

(মথি ৪:১-১১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- শয়তান কিভাবে যীশুকে পরীক্ষা করেছিল তা বলতে পারবেন।
- যীশু কিভাবে শয়তানের প্রলোভন জয় করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

২.৩.১

যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পরে পবিত্র আত্মা যীশুকে মরু এলাকায় নিয়ে গেলেন যেন শয়তান যীশুকে লোভ দেখিয়ে পাপে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করবার পর যীশুর খিদে পেল। তখন শয়তান এসে তাঁকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল।" যীশু উত্তরে বললেন, পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, 'মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।'

২.৩.২

তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর জেরুজালেমে নিয়ে গেল এবং উপাসনা-ঘরের চূড়ার উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নিচে পড়, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে,

ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন,
তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন,
যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"

যীশু শয়তানকে বললেন, "আবার এই কথাও লেখা আছে, তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করবে না।"

২.৩.৩

তখন শয়তান আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাঁদের জাঁকজমক দেখিয়ে বলল, "তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার কর তবে এই সবই আমি তোমাকে দেব।" তখন যীশু তাকে বললেন, "দূর হও, শয়তান। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে –

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে,
কেবল তাঁরই সেবা করবে।"

তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

সার-সংক্ষেপ

বাপ্তিস্ম গ্রহণ ক'রে যীশু পবিত্র আত্মা ও তাঁর শক্তিতে পূর্ণ হলেন। তাঁর প্রকাশ্য কর্মজীবন শুরু করবার পূর্বে যীশু আত্মিকভাবে আরও শক্তিমান হয়ে উঠবার জন্য এক নির্জন মরু-প্রান্তরে গিয়ে চল্লিশদিন ও চল্লিশরাত গভীর প্রার্থনায় ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটালেন। সঙ্গে উপবাসও করলেন। চল্লিশদিন চল্লিশরাত উপবাস করে যীশু যখন দুর্বল ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন তখন সুযোগ বুঝে শয়তান এসে যীশুকে তিন তিনবার প্রলোভনে ফেলে যীশুর ঐশ-শক্তি পরীক্ষা করতে চাইল। কিন্তু যীশু তো ঈশ্বরপুত্র, সর্বশক্তিমান। তিনি তো পিতা ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ একজন ঈশ্বর-প্রেরিত মানুষ। তিনি কেন শয়তানের প্রলোভনে পড়ে হেরে যাবেন? শাস্ত্রের উক্তি দিয়ে তিনি শয়তানকে মোকাবেলা করলেন এবং সবশেষে ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আর তখনই স্বর্গদূতেরা এসে যীশুর আরাধনা ও জয়গান করতে লাগল। আমাদের জীবনেও প্রতিদিন অসংখ্য প্রলোভন আসে। সে সব প্রলোভনে জয়ী হতে হলে আমাদেরকে এভাবেই আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠতে হবে। নচেৎ প্রলোভনে পড়ে শয়তানের কাছে পরাজিত হতেই হবে। প্রলোভনে জয়ী হতে হলে কৃচ্ছ্র-সাধনা ও প্রার্থনা একান্ত প্রয়োজন।

মনে রাখুন

মানুষের পাপ-স্বভাব, লোভ-লালসা, ক্ষমতার মোহ, ইত্যাদি মানুষকে পাপের পথে আকৃষ্ট করে। এসব প্রলোভনের উপর জয়লাভ করতে হলে মানুষকে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে, শাস্ত্রবাণীর নির্দেশ অনুযায়ী চ'লে প্রার্থনা ও উপবাসের মাধ্যমে রিপুগুলোকে দমন ক'রে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

"মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রতিটি বাক্য শুনে ও গ্রহণ ক'রেই বেঁচে থাকতে পারে।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু কোথায় প্রার্থনা ও উপবাস করেছিলেন?
ক) নদীর ধারে খ) নির্জন দ্বীপে গ) পাহাড়ের উপরে ঘ) নির্জন মরুপ্রান্তরে

২। যীশু কতদিন প্রার্থনা ও উপবাসে কাটিয়েছিলেন?
ক) সাত দিন খ) ত্রিশ দিন গ) পনের দিন ঘ) চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত

৩। যীশু ঈশ্বর কিনা তা প্রমাণ করার জন্য শয়তান তাঁকে কী করার প্রস্তাব দিল?
ক) ক্ষুধার্ত জনতাকে আহার দাও খ) আকাশ থেকে একটা নিদর্শন দেখাও
গ) স্বর্গদূতদের খাদ্য নিয়ে আসতে বল ঘ) পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল

৪। শয়তান যীশুকে কয়বার প্রলোভনে ফেলবার চেষ্টা করেছিল?
ক) দশ বার খ) তিন বার গ) তিন দিন ঘ) সাত বার

৫। শয়তানের তিনটি প্রস্তাবকে যীশু কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন?
ক) যাদুমন্ত্র দিয়ে খ) পান্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে
গ) পবিত্র শাস্ত্রের বাণী দিয়ে ঘ) মোশীর প্রদত্ত আইন দিয়ে

৬। প্রলোভনে জয়ী হতে হলে কিসের প্রয়োজন?
ক) প্রার্থনা ও কৃচ্ছ্রসাধনা খ) দৈহিক শক্তি ও মনোবল
গ) শাস্ত্রজ্ঞান ও পান্ডিত্য ঘ) গুরুজনদের উপদেশ

পাঠ–৪ : প্রভু যীশুর আত্মপ্রকাশ

(লুক ৪:১৪-২১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশুই যে প্রাবক্তিক ভাববাণীর পূর্ণতা, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশু যে ঈশ্বরের মুক্তিবাণী প্রচার করার ও মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করবার দায়িত্ব পেয়েছেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

২.৪.১

শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার পরে যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ হয়ে গালীল প্রদেশে ফিরে গেলেন। তিনি যে ফিরে এসেছেন সেই খবর এলাকার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। সেখানকার বিভিন্ন সমাজ-ঘরে যীশু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। তখন সবাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল।

২.৪.২

এর পরে যীশু নাসারতে গেলেন। এখানেই তিনি বড় হয়েছিলেন। তিনি নিজের নিয়ম মতো বিশ্রামবারে সমাজ-ঘরে গেলেন, তারপর শাস্ত্রপাঠ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে নবী যিশাইয়ের লেখা বইখানা দেওয়া হলো। গুটিয়ে রাখা বইখানা খুলেই তিনি সেই জায়গাটা পেলেন যেখানে লেখা আছে,

"প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন,
কারণ তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন
যেন আমি গরীবদের কাছে সুখবর প্রচার করি।
তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার কথা,
অন্ধদের কাছে দেখতে পাবার কথা
ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন।
যাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে,
তিনি আমাকে তাদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছেন।
এছাড়া প্রভু আমাকে ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন যে,

এখন তাঁর দয়া দেখাবার সময় হয়েছে।"

২.৪.৩

তারপর তিনি বইখানা আবার গুটিয়ে কর্মচারীর হাতে দিয়ে বসে পড়লেন। সমাজ-ঘরের প্রত্যেকটি লোকের চোখ তাঁর উপরে পড়ল। তখন যীশু লোকদের বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা আজ আপনারা শুনবার সংগে সংগেই তা পূর্ণ হলো।"

সার-সংক্ষেপ

দীক্ষাস্নান গ্রহণের পর যীশু তাঁর প্রকাশ্য কাজ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন যে, তিনি ঈশ্বর-পুত্র, সর্বশক্তিমান এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি সমাজগৃহে শাস্ত্রবাণী পাঠ করে তা ব্যাখ্যা করলেন। শাস্ত্রী ও সমাজপতিরাও তাঁর ধর্মজ্ঞান ও প্রজ্ঞা-বিবেচনা দেখে আশ্চর্য হলেন। শাস্ত্রে যার আসার কথা আছে যীশুই যে সেই ঈশ্বর-পুত্র সে কথাও তিনি শাস্ত্রবাণী পড়ে ও তার ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। প্রকাশ করলেন তাঁর মঙ্গালবাণী প্রচার এবং দীন-দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের সেবা করার দায়িত্বের কথা।

মনে রাখুন

ঈশ্বর-পুত্র যীশু স্বর্গরাজ্যের সুখবর প্রচার করেছেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন এবং তাদের সামনে নিজের জীবনের আদর্শ তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর ঈশ্বরত্ব ও পিতার প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদেরও উচিত ঐশবাণী প্রচার ও কল্যাণকর কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু কোথায় তাঁর বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন?
ক) নাসারতে খ) শমরিয়ায় গ) কাফারনাউমে ঘ) বেথলেহেমে

২। যীশু নিজের নিয়ম মতো বিশ্রামবারে কোথায় গেলেন?
ক) নির্জন পর্বতে খ) সমাজ-ঘরে গ) জেরুজালেমের মন্দিরে ঘ) গহীন বনে

৩। নাসারতের সমাজগৃহে যীশুকে কার গ্রন্থ পাঠ করতে দেওয়া হয়েছিল?
ক) ভাববাদী সখরিয়ের খ) মোশীর গ) যিরমিয়র ঘ) যিশাইয়ের

৪। ঈশ্বর যীশুকে কার কাছে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন?
ক) দীন-দরিদ্রের কাছে খ) শাস্ত্রীদের কাছে গ) ধনী ও সমাজপতিদের কাছে ঘ) দিনমজুরদের কাছে

পাঠ–৫ : বারোজন শিষ্যের মনোনয়ন ও প্রেরিতপদে নিয়োগ

(মার্ক ১:১৬-২০; ৩:১৩-১৯)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশু কিভাবে তাঁর মনোনীত বারোজন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আপনি যীশুর বারোজন শিষ্যের নাম বলতে পারবেন।
- যীশু তাঁর শিষ্যদের যে বাণী প্রচারের দায়িত্ব ও ঐশরিক ক্ষমতা প্রদান করে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হবার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

২.৫.১

একদিন যীশু গালীল সাগরের পার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে সাগরে জাল ফেলতে দেখলেন। সেই দু'জন ছিলেন জেলে। যীশু তাঁদের বললেন, "আমার সংগে চল। আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।" তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে যীশুর সংগে গেলেন।

২.৫.২

সেখান থেকে কিছু দূরে গেলে পর তিনি সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোব ও যোহনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের নৌকায় বসে জাল মেরামত করছিলেন। যীশু তাঁদের দেখামাত্র ডাক দিলেন, আর তাঁরা তাঁদের বাবা সিবদিয়কে মজুরদের সংগে নৌকায় রেখে যীশুর সংগে গেলেন।

২.৫.৩

এর পরে যীশু পাহাড়ের উপরে উঠলেন এবং নিজের ইচ্ছামতো কিছু লোককে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। তাঁরা যীশুর কাছে আসলে পর তিনি বারোজনকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করলেন যেন তাঁরা তাঁর সংগে সংগে থাকেন এবং মন্দ আত্মা ছাড়াবার ক্ষমতা দিয়ে তিনি তাঁদের প্রচারকাজে পাঠাতে পারেন। যে বারোজনকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন – শিমোন, যাঁর নাম তিনি দিলেন পিতর; সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোব ও যোহন (এঁদের নাম তিনি দিলেন বোয়ানের্গিস, অর্থাৎ বজ্রধ্বনির পুত্রেরা); আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয়, দেশ-ভক্ত শিমোন, আর যিহুদা ইষ্কারিয়োৎ, যে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

সার-সংক্ষেপ

যীশু তাঁর বাণীপ্রচার ও মুক্তির কাজ চালাবার জন্য বারোজন বিশেষ শিষ্যকে মনোনীত বা নিয়োগ করেন। এঁরাই হলেন যীশুর বারোজন প্রেরিতদূত। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তিনি তাঁদের বাছাই করেন। তাঁদের কেউ ছিলেন জেলে, কেউ করগ্রাহক, আবার কেউ কেউ নিতান্ত সাধারণ পরিবারের লোক। যীশু তাদের বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়ে জগতের মানুষের কাছে পাঠান। যীশু তাঁদের উপরই মন্ডলী পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে তিনি প্রধান করলেন শিমোনকে, যাঁর নাম দিলেন পিতর। 'পিতর' শব্দের অর্থ পাথর। যীশু বলেছিলেন: "তুমি 'পিতর', (অর্থাৎ পাথর) আর এই পাথরেরই ওপর আমি আমার মন্ডলী গড়ে তুলব। অধোলোকের শক্তি তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারবে না। আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেব; পৃথিবীতে তুমি যা-কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে; আর পৃথিবীতে তুমি যা-কিছুর বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়া হবে।" আর তোমার হাতেই দেওয়া হলো আমার মেষদের (খ্রীষ্টমন্ডলীর ভক্তবিশ্বাসীদের) চরাবার লাঠি বা দায়িত্ব। তুমি আমার মেষদের চরাও। বারোজন প্রেরিতদূতকে যীশু মনোনীত করলেন যাতে তাঁরা তাঁর সংগে সংগে থাকেন এবং মন্দ-আত্মা ছাড়াবার ক্ষমতা পেয়ে প্রচারকাজে যেতে পারেন।

মনে রাখুন

যীশু সাধু পিতর ও অন্যান্য শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তাঁর মন্ডলী স্থাপন করলেন এবং মন্ডলীর উপর তাঁর বাণী প্রচার এবং অন্যান্য মানবিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণকর কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। আমরা খ্রীষ্টের সেই দৃশ্যমান মন্ডলীর সদস্য-সদস্যা। আমাদেরও দায়িত্ব হচ্ছে মন্ডলীর বাধ্য থেকে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করা এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানবিক কল্যাণ সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু কতজন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করেছিলেন?
ক) ৭২ জন খ) ১২ জন গ) ১০ জন ঘ) ১৫ জন

২। যীশু কেন প্রেরিতশিষ্যদের আহ্বান ও নিয়োগ করেছিলেন?
ক) যীশুর বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য খ) তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার জন্য
গ) তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচার ও মানুষের জন্য মঙ্গল কাজ করার জন্য
ঘ) তাঁর আশ্চর্য কাজ দেখার জন্য

৩। যীশু কী রকম লোকদের তাঁর শিষ্য করেছিলেন?
ক) বি.এ. ও এম.এ. পাস লোকদের খ) সাধারণ লোকদের
গ) ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের ঘ) খ্রিষ্টান জেলেদের

৪। যীশুর কোন্ শিষ্য তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল?

ক) পিতর খ) মথি

গ) যিহুদা ইস্কারিয়োৎ ঘ) আন্দ্রিয়

পাঠ–৬ : বাহাত্তরজন প্রচারকের কাছে যীশুর বিভিন্ন নির্দেশ
(লুক ১০:১-২০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যীশু যে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে বাহাত্তরজন শিষ্যকে প্রচার কাজে পাঠিয়েছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রচার কাজে যাওয়ার পূর্বে যীশু তাঁর শিষ্যদের যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে বলতে পারবেন।
- বাহাত্তরজন শিষ্যের প্রথম প্রচার কাজে সাফল্য ও আনন্দের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

২.৬.১

এর পরে প্রভু যীশু আরও বাহাত্তরজন শিষ্যকে প্রচারে পাঠাবার জন্য বেছে নিলেন। তিনি নিজে যে যে গ্রামে ও যে যে জায়গায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন সেই সব জায়গায় যাবার আগে শিষ্যদের দু'জন দু'জন করে পাঠিয়ে দিলেন।

২.৬.২

তিনি শিষ্যদের বললেন, "সত্যিই ফসল অনেক, কিন্তু কাজ করবার লোক কম। এইজন্য ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর যেন তিনি তাঁর ফসল কাটবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। তোমরা যাও; নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতোই আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি। টাকার থলি, ঝুলি বা জুতা সংগে নিয়ো না এবং রাস্তায় কাউকে শুভেচ্ছা জানায়ো না। তোমরা যে বাড়ীতে যাবে প্রথমে বলবে, 'এই বাড়ীতে শান্তি হোক।' শান্তি ভালবাসে এমন কেউ যদি সেখানে থাকে তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, কিন্তু যদি সেই রকম কেউ না থাকে তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। সেই বাড়ীতেই থেকো এবং তারা যা দেয় তা-ই খেয়ো, কারণ যে কাজ করে সে বেতন পাবার যোগ্য। এক বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে যেয়ো না।

২.৬.৩

যদি কোন গ্রামে যাও এবং সেখানকার লোকেরা তোমাদের গ্রহণ করে তবে তোমাদের যা খেতে দেওয়া হয় তা-ই খেয়ো। সেই গ্রামের অসুস্থদের সুস্থ ক'রো এবং তাদের ব'লো, 'ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে।' কিন্তু যদি কোন গ্রামে যাও এবং সেখানকার লোকেরা তোমাদের গ্রহণ না করে তবে সেই গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে এই কথা ব'লো, 'তোমাদের গ্রামের যে ধূলা আমাদের পায়ে লেগেছে তা-ও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম। তবুও তোমরা জেনে রেখো, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।' আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে সেই গ্রামের চেয়ে বরং সদোম শহরের লোকদের অবস্থা অনেকখানি সহ্য করবার মতো হবে।

২.৬.৪

ধিক্ কোরাসীন! ধিক্ বৈৎসৈদা! যে সব আশ্চর্য কাজ তোমাদের মধ্যে করা হয়েছে তা যদি সোর ও সীদোন শহরে করা হতো, তবে তারা অনেক দিন আগেই চট পরে ছাইয়ের মধ্যে বসে পাপ থেকে মন ফিরাত। সত্যিই, বিচারের দিনে সোর ও সীদোনের অবস্থা বরং তোমাদের চেয়ে অনেকখানি সহ্য করবার মতো হবে। আর তুমি, কফরনাহূম, তুমি নাকি স্বর্গ পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? কখনও না, তোমাকে নিচে পাতালে ফেলে দেওয়া হবে।" যীশু আবার তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যারা তোমাদের কথা শোনে তারা আমারই কথা শোনে। যারা তোমাদের অগ্রাহ্য করে তারা আমাকেই অগ্রাহ্য করে। যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তারা তাঁকেই অগ্রাহ্য করে।"

২.৬.৫

সেই বাহাত্তরজন শিষ্য আনন্দের সংগে ফিরে এসে বললেন, "প্রভু, আপনার নাম করে বললে মন্দ আত্মারা পর্যন্ত আমাদের কথা শোনে।" যীশু তাঁদের বললেন, "আমি শয়তানকে স্বর্গ থেকে বিদ্যুৎ চম্‌কাবার মতো করে পড়ে যেতে দেখেছি। দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছার উপর দিয়ে হেঁটে যাবার ক্ষমতা দিয়েছি এবং তোমাদের শত্রু শয়তানের সমস্ত শক্তির

উপরেও ক্ষমতা দিয়েছি। কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না। কিন্তু মন্দ আত্মারা তোমাদের কথা শোনে বলে আনন্দিত হয়ো না বরং স্বর্গে তোমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে আনন্দিত হয়ো।"

সার-সংক্ষেপ

বারোজন প্রেরিতশিষ্য ছাড়াও যীশু বাহাত্তরজন শিষ্যকে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শে শিক্ষিত করলেন এবং আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে প্রস্তুত করলেন। তিনি শিষ্যদের প্রচার কার্যে প্রেরণ করলেন। তাঁর আগে তিনি শিষ্যদের বিভিন্নভাবে সতর্ক করে দেন, আর শিষ্যেরা যীশুর কথামতো কাজ করে প্রচার কার্যে বিপুলভাবে সফলতা অর্জন করলেন। তাঁরা যীশুর নামে রোগীদের সুস্থ করলেন, অন্ধদের চক্ষু খুলে দিলেন, খঞ্জদের হাঁটবার শক্তি দিলেন, অনেক অসুস্থদের মধ্য থেকে অপদূত তাড়ালেন; তাঁরা অনেক পাপীর মন পরিবর্তন করে ন্যায় ও সত্যের পথে ফিরিয়ে আনলেন। কাজের সফলতায় আনন্দিত হয়ে তাঁরা ফিরে এসে যীশুর কাছে তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। যীশু বললেন; তাঁরা যেন নিজেদের সফলতায় আনন্দ না করে বরং তার জন্য পিতা ঈশ্বরের প্রশংসা করেন এবং তাঁকেই ধন্যবাদ দেন। কারণ স্বর্গে তাঁদের জন্য অনেক পুরস্কার সঞ্চিত হয়ে আছে। ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত হওয়া এবং মুক্তিকাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। অনেক বিজ্ঞ ও সম্পদশালী ব্যক্তি এবং রাজা-মহারাজারা তা আশা করেও পায়নি। আমাদের উচিত ঈশ্বরের সমস্ত উপকারের প্রতিদানে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁর প্রশংসা করা, এবং তাঁর দেওয়া ক্ষমতা, জ্ঞান, দক্ষতা ও সাহস সম্পদ দিয়ে মানুষের মঙ্গল সাধন করা। এমন লোকের জন্য ঈশ্বর স্বর্গে অনেক পুরস্কার জমা করে রেখে দেন।

মনে রাখুন

যারা শিশুর মতো সরল, সৎ ও পবিত্র, ঈশ্বর তাদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁরাই মন্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। যীশু বলেন, "তোমরা যা যা দেখছ, তা যারা দেখতে পায়, তারা ধন্য। তোমরা যা যা শুনছ অনেকে তা শুনতে চেয়েও শুনতে পায়নি, দেখতে চেয়েও দেখতে পায়নি।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বারোজন প্রেরিতদূত ছাড়াও যীশু আরও কতজন শিষ্যকে বাণী প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন?
ক) একশত জনকে
খ) পঁচাত্তর জনকে
গ) বাহাত্তর জনকে
ঘ) পঁয়ত্রিশ জনকে

২। যীশু বাহাত্তর জন শিষ্যকে কী কাজে পাঠিয়েছিলেন?
ক) মঙ্গলবাণী প্রচার ও মানুষের মঙ্গল কাজে
খ) মাছ ধরার জন্য
গ) বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্য
ঘ) আশ্চর্য কাজ করে মানুষকে চমক দেবার জন্য

৩। যীশু শিষ্যদের কী বলে সাবধান করেছিলেন?
ক) তোমরা দক্ষ শিকারীর মতো থেকো
খ) তোমরা বিজ্ঞ পন্ডিতের মতো কথা বলো
গ) তোমরা ইঁদুরের মতো সাবধানে থেকো
ঘ) তোমাদের নেকড়ের দলে ভেড়ার মতো পাঠাচ্ছি

৪। শিষ্যদের কাজে সফলতার জন্য যীশু শিষ্যদের কী করতে বলেছিলেন?
ক) সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে
খ) স্বর্গে তাদের জন্য পুরস্কার সঞ্চিত আছে বলে আনন্দ করতে
গ) কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে
ঘ) কিছু দিন গোপনে পালিয়ে থাকতে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দীক্ষাগুরু যোহনের জীবনযাত্রা বর্ণনা করুন। (২.১.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
২। যোহনের প্রচারকার্য বর্ণনা করুন (২.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৩। যীশুর সম্বন্ধে দীক্ষাগুরু যোহনের কথা উদ্ধৃতির মধ্যে লিখুন। (২.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
(আমি তোমাদের বলছি ঈশ্বর .....
"কারণ যার আসবার কথা ..... থেকে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন")
৪। পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে টীকা লিখুন: (পাঠ ২.১ এর টীকা/শব্দার্থ দেখুন)
ক) দীক্ষাস্নান
খ) ফসল
গ) গোলা
ঘ) পবিত্র আত্মা
ঙ) তুষ
চ) আগুন।
৫। দীক্ষাগুরু যোহনের নিকট যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (২.২.২ এর সার-সংক্ষেপ দেখুন)
৬। যীশুর দীক্ষাস্নান গ্রহণের পর যে বাণী শোনা গিয়েছিল তা উদ্ধৃত করুন ও তার অর্থ ব্যাখ্যা করুন। (২.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৭। মরু এলাকায় যীশুর প্রার্থনা ও উপবাসের ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (২.৩.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৮। যীশুর শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হবার ঘটনাটির সারমর্ম লিখুন। (২.২.৩ এর সার-সংক্ষেপ দেখুন)
৯। নাসারতের সমাজগৃহে যীশুর আত্ম-প্রকাশের ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (২.২.৪ এর সার-সংক্ষেপ দেখুন)
১০। সমাজগৃহে যীশু যিশাইয়ের গ্রন্থের যে অংশটুকু পাঠ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা করুন। (২.৪.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১১। যীশুর সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা শোনার পর শাস্ত্রীদের মনের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। (২.৪.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১২। যীশু কিভাবে বারোজন প্রেরিতশিষ্য নিয়োগ করেছিলেন তা বর্ণনা করুন। (২.৫.১, ২.৫.২ ও ২.৫.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৩। যীশুর বারোজন প্রেরিতশিষ্যের নাম লিখুন (২.৫.৩ অনুচ্ছেদের শেষ দেখুন)
১৪। যীশু কেন প্রেরিতশিষ্যদের নিয়োগ করেছিলেন তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (২.৫.৩ অনুচ্ছেদের প্রথম দেখুন)
১৫। যীশু বাহাত্তরজন শিষ্যকে যা-কিছু বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন। (২.৬.২ ও ২.৬.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৬। যীশু তাঁর শিষ্যদের কিসের উপর ক্ষমতা দিয়েছিলেন? (২.৬.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৭। যারা যীশুর শিষ্যদের গ্রহণ করবে না তাদের প্রতি যীশু কী করতে বলেছেন এবং শেষ বিচারের দিনে তাদের অবস্থা কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করুন। (২.৬.৩ ও ২.৬.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১
১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২
১। গ, ২। খ, ৩। খ, ৪। ক, ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩
১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ঘ, ৪। খ, ৫। গ, ৬। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪
১। ক, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫
১। খ, ২। গ, ৩। খ, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৬
১। গ, ২। ক, ৩। ঘ, ৪। খ